Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-II, January 2024, Page No.170-178
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

জগত ও সত্তা সম্পর্কে আদিপর্বের ভিটগেনস্টাইনের অভিমত: একটি পর্যালোচনা

সুকান্ত মন্ডল

রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, মানকর কলেজ, মানকর, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

In this paper, I have tried to explain the views of Wittgenstein about the world and reality. Wittgenstein was a great analytic philosopher as well as linguistic philosopher. He, like other analytic philosophers, thinks that the function of language is to explain the world. According to him, the main cause of arising the philosophical problems is misunderstanding of language. For this reason, in the book of Tractatus-logico-philosophicus, Wittgenstein says that, to understand the language properly it is necessary to analyze the nature of both world and language. To explain the nature of the world, he says that, the world is totality of facts, not of things. According to him, a fact is the existence of states of affairs or atomic fact. So, the world is the totality of existing atomic facts. However, Wittgenstein says that, atomic fact or states of affairs are two types: existing atomic fact and non-existing atomic fact. The reality is formed by these two types of atomic fact. So, the world is different from the reality. In this connection, I have tried to explain the relation between world and reality, as followed by the Wittgenstein's interpreters.

Keyword: Early Wittgenstein, Actual world, Possible world, Reality, Fact, Atomic fact or states of affairs, objects, existing atomic fact, non-existing atomic fact, whole of reality.

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হল ভিটগেনস্টাইন রচিত *Tractatus Logico-Philosophicus* গ্রন্থ অনুসারে জগত ও সত্তা সম্পর্কে আদি ভিটগেনস্টাইনের অভিমত। ভিটগেনস্টাইন হলেন বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য দর্শনে একজন উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণী দার্শনিক এবং ভাষা দার্শনিক। বিংশ শতাব্দীর যে সকল দার্শনিকগণ ভাষা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করেছেন তাদের সাধারণভাবে বিশ্লেষণী দার্শনিক বলা হয়। ভিটগেনস্টাইন তাঁর *Tractatus Logico-Philosophicus* গ্রন্থে বলেছেন যে— জগত, জগত সম্পর্কিত জ্ঞান ও চিন্তন সম্বন্ধে যে সমস্ত দার্শনিক সমস্যাগুলির উদ্ভব হয় সেগুলির সমাধানের জন্য জগত এবং ভাষার কাঠামোকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। কেননা ভাষা, জগত এবং চিন্তন পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। তাই জগত সম্পর্কে আমাদের চিন্তনকে ও জ্ঞানকে আমরা ভাষা ব্যবহারের সাহায্যেই প্রকাশ করি। ফলত, ভাষার অন্তর্গত একক যেমন- বচন, নাম প্রভৃতি অর্থপূর্ণ হওয়ার জন্য জগতের উপর নির্ভরশীল। ভাষার অন্তর্গত বচন, নাম প্রভৃতি জগতের ঘটনা বা পরিস্থিতিকে বর্ণনা বা নির্দেশ করার মধ্য দিয়ে অর্থপূর্ণ হয়। সেজন্য ভাষার অন্তর্গত বচন, নাম প্রভৃতির অর্থ নির্ধারণের

জন্য জগতের যৌক্তিক কাঠামোকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। জগতের যৌক্তিক কাঠামোকে সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য জগতের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

জগত (The World): ভিটগেনস্টাইন রচিত *Tractatus* গ্রন্থটি শুরু হয়েছে জগত সম্পর্কিত আলোচনার মধ্য দিয়ে, যেখানে বলা হয়েছে— "জগত হল সেই সব কিছু যা কিছু হয়েছে" (The world is all that is the case)।[1] এখানে ভিটগেনস্টাইন 'যা কিছু হয়েছে' (that is the case) বলতে ব্যাপারকে (fact) বুঝিয়েছেন। তাই তিনি তাঁর *Tractatus* গ্রন্থে পরবর্তী সূত্রে বলেছেন "জগত হল ব্যাপারের সমষ্টি, নিছক বস্তুর সমষ্টি নয়" (The world is the totality of facts, not of things)।[2] ভিটগেনস্টেনের মতে আমাদের ভাষার বর্ণনামূলক উপাদানটি (unit of description) হল বচন (proposition), যার মাধ্যমে আমরা জগতকে বর্ণনা করি। তাঁর মতে যখন আমরা ভাষার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে জগতকে বর্ণনা করার চেষ্টা করি, তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা যা করি তাহল বচনের সাহায্যে জগতের ব্যাপারকে বর্ণনা করি। তাই তিনি যখন বলেন যে জগত হল ব্যাপারের সমষ্টি, তখন তিনি এটাই বোঝাতে চান যে ব্যাপারই হল জগতের বর্ণনামূলক উপাদান বা একক, অন্য কিছু নয়। অর্থাৎ জগত ব্যাপারের ছাড়া অন্য কিছুর সমষ্টি হতে পারে না।

যদি আমরা ধরেই নি যে জগত হল বস্তুর সমষ্টি (totality of things) তাহলে জগত সম্বন্ধে আমরা যে বর্ণনা দেব তা যথার্থ বর্ণনা হবে না। এখন আমাদের জানতে হবে যে যথার্থ বর্ণনা (adequate description) বলতে কী বোঝায়? একটি বর্ণনা তখনই যথার্থ হবে যখন বর্ণনাটি যে বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে দেওয়া হচ্ছে কেবলমাত্র সেই বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য হবে অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে নয়। যেমন- "মানুষ হয় বিচারশীল প্রাণী" (man is a rational animal)- এটি হল মানুষের যথার্থ বর্ণনা। কারণ 'বিচারশীল প্রাণী' এই শব্দটি কেবলমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অন্য কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। একইভাবে আমরা যখন জগতের বর্ণনা দেব তখন সেই বর্ণনাটি কেবলমাত্র জগতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, অন্যথায় বর্ণনাটি অযথার্থ বর্ণনা হবে। প্রসঙ্গত ভিটগেনস্টাইনের মতে জগত দুই প্রকার- বাস্তব জগত (actual world) এবং সম্ভাব্য জগত (possible world)। তবে তিনি তাঁর *Tractatus* গ্রন্থের শুরুতে যখন বলেছেন যে জগত হল 'ব্যাপারের সমষ্টি' তখন তিনি 'জগত' (the world) বলতে বাস্তব জগতকে বুঝিয়েছেন, সম্ভাব্য জগতকে নয়। সুতরাং এখানে বাস্তব জগতের যথার্থ বর্ণনার কথা বলা হচ্ছে। এখন আমরা যদি বাস্তব জগতকে বস্তুর সমষ্টি রূপে বর্ণনা করি, তাহলে বাস্তব জগত সম্বন্ধে বর্ণনাটি যথার্থ হবে না। কারণ উক্ত বর্ণনাটি বাস্তব জগতের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য হবে তেমনি সম্ভাব্য জগতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। কেননা ভিটগেনস্টাইনের মতে বাস্তব জগত এবং সম্ভাব্য জগত একই ধরনের বস্তু দিয়ে গঠিত। কিন্তু বাস্তব জগত এবং সম্ভাব্য জগত একই ধরনের ব্যাপার দিয়ে গঠিত নয়। বাস্তব জগত অস্তিত্বশীল ব্যাপার দিয়ে গঠিত, কিন্তু সম্ভাব্য জগত সম্ভাব্য ব্যাপার দিয়ে গঠিত। সুতরাং বস্তুর সমষ্টি রূপে বা বস্তুর তালিকার মাধ্যমে বাস্তব জগতের যথার্থ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়।

---

[১] L. Wittgenstein, *Tractatus-Logico-Philosophicus*. Trans. by Pears & McGuinnes, 1

[২] *Ibid*, 1.1

এই প্রসঙ্গে আমরা জর্জ পিচার তাঁর *The Philosophy of Wittgenstein* গ্রন্থে ঘরের বর্ণনার[3] মধ্যে দিয়ে কিভাবে ভিটগেনস্টাইন উল্লেখিত "জগত হল ব্যাপারের সমষ্টি, বস্তুর সমষ্টি নয়"- এই বচনটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা উল্লেখ করতে পারি। পিচার বলেছেন আমরা কখনই বস্তুর সমষ্টি রূপে একটি ঘরের বর্ণনাও যথার্থভাবে দিতে পারি না। তিনি বলেন কোনো ব্যক্তি যদি একটি ঘরের মধ্যে নিহিত চেয়ার, টেবিল, আলমারি, সোফা ইত্যাদি আসবাবপত্র, এবং বাড়ির জানালা, দরজার মাধ্যমে ঘরটির বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে সেই বর্ণনাটি যথার্থ বর্ণনা হবে না। কেননা এক্ষেত্রে ব্যক্তিটি ঘরটির মধ্যে থাকা বস্তুগুলির তালিকা প্রকাশ করে, ঐ বিশেষ ঘরটির যে বর্ণনা দিচ্ছে সেটি অন্য যেকোনো ঘরের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হবে। ফলে ঐ ব্যক্তি প্রদত্ত বিশেষ ঘরটির বর্ননাকে যথার্থ বর্ণনা বলে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি ঘরের মধ্যে থাকা বস্তুগুলি কিভাবে বিন্যস্ত আছে অর্থাৎ বস্তুগুলি কেমন ভাবে সমন্বিত আছে তার উল্লেখের মাধ্যমে ঘরটির বর্ণনা দেয়, তাহলে ঘরটির বর্ণনা যথার্থ বলে গণ্য হবে। উদাহরণস্বরূপ 'ঘরটিতে জানালার পাশে একটি চেয়ার আছে', 'তার পাশে একটি সোফা আছে', 'তারপরে কতগুলি খেলনা রয়েছে' ইত্যাদি— এইভাবে ঘরটির বর্ণনা যখন করা হয় তখন বস্তুর তালিকা প্রকাশ করা হয় না, ব্যাপারের তালিকা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ ব্যাপারের তালিকার মাধ্যমে ঘরটির সম্পূর্ণ তথা যথার্থ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব। অনুরূপভাবে ব্যাপারের তালিকার মাধ্যমে বাস্তব জগতের যথার্থ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব বস্তুর তালিকার মাধ্যমে নয়।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে যদি বাস্তব জগতকে ব্যাপারের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণনা করি তাহলে সেই বর্ণনাটি জগত সম্পর্কে অনন্য (unique) এবং যথার্থ (adequate) বর্ণনা হবে। ভিটগেনস্টাইনের মতে ব্যাপারের সমষ্টিরূপে বাস্তব জগতকে সম্ভাব্য জগত থেকে পৃথক করে।

ব্যাপার (Fact), আণবিক ব্যাপার (Atomic fact or States of affairs): ভিটগেনস্টাইনের মতে জগতের প্রায় বেশিরভাগ ব্যাপারই হল খুব যৌগিক (highly complex) এবং খুব যৌগিক ব্যাপারগুলি তার থেকে কম যৌগিক (less complex) ব্যাপারে দিয়ে গঠিত। এইভাবে যৌগিক ব্যাপারগুলি ক্রমান্বয়ে সরলতর ব্যাপার দিয়ে গঠিত হয়। এবং শেষ পর্যন্ত এমন এক সরলতম ব্যাপার পাওয়া যায়, যাকে আর অন্য কোন ব্যাপারে বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকেই বলা হয় আণবিক ব্যাপার (atomic fact)। এই আণবিক ব্যাপারগুলি হল সরল। তবে আণবিক ব্যাপারকে সরল বলার অর্থ এই নয় যে জগতে অন্য কোন সরলতম বিষয় নেই। আণবিক ব্যাপার সরল এই অর্থে যে তারা ব্যাপার হিসেবে সরল। কিন্তু আণবিক ব্যাপার ছাড়া এই জগতে যে সরলতম বিষয় আছে তা হল বস্তু (objects)- যা দিয়ে আণবিক ব্যাপারগুলি গঠিত হয়। ভিটগেনস্টাইনের মতে বস্তুগুলি পরস্পর পরস্পরের সাথে সমন্বিত হয়ে আণবিক ব্যাপার গঠন করে (A states of affairs is combination of objects)।[4] তিনি বলেন আণবিক ব্যাপারগুলি দুই ধরনের, যথা- অস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপার (existing atomic fact or state of affairs) এবং অনস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপার (non-existent atomic fact or state of affairs)। একটি অস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপার হল বস্তুগুলির বাস্তব সমন্বয় (actual combination)। অপরদিকে অনস্তিত্বশীল আণবিক ব্যাপার হল বস্তুগুলির সম্ভাব্য সমন্বয় বা অবাস্তব সমন্বয় (possible or non-existent combination)। যখন ভিটগেনস্টাইন

[৩] G. Pitcher, *The Philosophy of Wittgenstein*, pp. 19-20

[৪] L. Wittgenstein, *Tractatus-Logico-Philosophicus*. Trans. by Pears & McGuinnes, 2.01

বলেন যে "জগত হল ব্যাপারের সমষ্টি, বস্তুর সমষ্টি নয়" তখন তিনি 'ব্যাপার' (fact) বলতে প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বসম্পন্ন ব্যাপারকে বুঝিয়েছেন। কারণ তাঁর মতে ব্যাপার হল তাই যা অস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপার— 'A fact is the existence of states of affairs'।[5] অর্থাৎ তাঁর মতে একটি যৌগিক ব্যাপার অস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপারগুলির সমষ্টির সাথে অভিন্ন। এই কারণে তিনি বলেছেন যে "জগত হল অস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপারের সমষ্টি" (The totality of existing states of affairs is the world)।[6] অর্থাৎ বাস্তব জগত অস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপারের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়।

সত্তা (Reality): ভিটগেনস্টাইন সরল বস্তু এবং আণবিক ব্যাপারের সাহায্যে কেবলমাত্র জগতের কাঠামোকেই ব্যাখ্যা করেন নি, এদের সাহায্যে তিনি একইসাথে সত্তা এবং জগতের সঙ্গে সত্তার সম্বন্ধও ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা জানি যে বস্তুর সমন্বয়ে আণবিক ব্যাপার গঠিত হয়। কিন্তু বস্তুর সমন্বয় (combination of objects) একই ধরনের নাও হতে পারে- কোনো সমন্বয় বাস্তবায়িত হতে পারে, আবার কোনো সমন্বয় বাস্তবায়িত নাও হতে পারে। অন্যভাবে বলা যায় যে কোনোটি অস্তিত্বসম্পন্ন আবার কোনোটি অস্তিত্বসম্পন্ন নয়। এই প্রসঙ্গে ভিটগেনস্টাইন তাঁর *Tractatus* গ্রন্থে বলেছেন— "We call the existence of states of affairs (atomic fact) is positive fact and their non-existence a negative fact"।[7] অর্থাৎ তাঁর মতে অস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপার হল সদর্থক ব্যাপার এবং অনস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপার হল নঞর্থক ব্যাপার। যেমন- যদি "রবীন্দ্রনাথ হন গীতাঞ্জলির রচয়িতা"- এটি একটি অস্তিত্বশীল আণবিক ব্যাপার হয়, তাহলে "রবীন্দ্রনাথ নন গীতাঞ্জলির রচয়িতা" হল একটি অস্তিত্বহীন আণবিক ব্যাপার। সত্য মৌলিক বচনের (true elementary proposition) মাধ্যমে সদর্থক আণবিক ব্যাপারগুলি প্রকাশিত বা উপস্থাপিত হয়। অন্যদিকে নঞর্থক ব্যাপার সত্য মৌলিক বচনের অস্বীকৃতির (negation) দ্বারা প্রকাশিত হয় বা উপস্থাপিত হয়। তবে একটি নঞর্থক ব্যাপারকে সদর্থক ব্যাপারের মতো ব্যাপাররূপে স্বীকার করা হয় না। অর্থাৎ নঞর্থক ব্যাপারের পৃথকভাবে এই বাস্তব জগতে কোনো অস্তিত্ব নেই। নঞর্থক ব্যাপারগুলি হল সম্ভাব্য আণবিক ব্যাপার মাত্র। এই অস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপার এবং অনস্তিত্বসম্পন্ন আণবিক ব্যাপার দিয়ে গঠিত হয় সত্তা। ভিটগেনস্টাইন সত্তার স্বরূপ প্রসঙ্গে *Tractatus* গ্রন্থে বলেছেন— "The existence and non-existence of states of affairs is reality"।[8] অর্থাৎ তাঁর মতে সত্তা (reality) হল অস্তিত্বশীল ও অনস্তিত্বশীল আণবিক ব্যাপারের সমষ্টি। অন্যভাবে বলা যায় যে সদর্থক ব্যাপার ও নঞর্থক ব্যাপারের সমষ্টি হল সত্তা।

জগত ও সত্তার সম্বন্ধ (The relation between World and Reality): *Tractatus* গ্রন্থে ভিটগেনস্টাইন যে সমস্ত বাক্য বা সূত্র ব্যবহারের মধ্য দিয়ে জগত ও সত্তার সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন, সেই বাক্যগুলির মধ্যে অন্যতম দুটি বাক্য বা সূত্র (২.০৪, ২.০৬) হল নিম্নরুপ:

১) জগত হল অস্তিত্বশীল আণবিক ব্যাপারের সমষ্টি (The totality of existing states of affairs is the

---

[৫] *Ibid*, 2

[৬] *Ibid*, 2.04

[৭] *Ibid*, 2.06(2)

[৮] *Ibid*, 2.06

world) ।

২) সত্তা হল অস্তিত্বশীল এবং অনস্তিত্বশীল আণবিক ব্যাপারের সমষ্টি (The existence and non-existence of states of affairs is reality) ।

উপরোক্ত দুটি বচন বা সূত্র থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে— অস্তিত্বশীল বা সদর্থক ব্যাপারগুলি জগতের মধ্যে অন্তর্নিহিত। অর্থাৎ জগত কেবল সদর্থক ব্যাপারের সমন্বয়ে গঠিত। অন্যদিকে সত্তার মধ্যে অস্তিত্বশীল তথা সদর্থক ব্যাপার এবং অনস্তিত্বশীল তথা নঞর্থক ব্যাপার উভয়ই অন্তর্গত। সুতরাং বলা যায় যে, সত্তা জগতের থেকে ব্যাপক। অর্থাৎ জগত ও সত্তা সমব্যাপক নয়। যদি ধরা হয় জগত = 'P' এবং সত্তা = 'Q' তাহলে তাদের সম্বন্ধটা হবে এইরূপ- "P ≠ Q"। কিন্তু ভিটগেনস্টাইন যখন বলেন যে— 'The sum-total of reality is the world'।[9] অর্থাৎ "জগত হল সত্তার সমষ্টি", তখনই ভিটগেনস্টাইনের ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে, জগত ও সত্তা সম্পর্কে *Tractatus* গ্রন্থে ভিটগেনস্টাইনের বক্তব্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। তাঁদের মতে 'জগত হল সত্তার সমষ্টি'- এই বচনটি থেকে এটাই নিঃসৃত হয় যে, জগত সদর্থক ও নঞর্থক ব্যাপারের দ্বারা গঠিত এবং জগত ও সত্তা হল সমব্যাপক (জগত = সত্তা)। অথচ ২.০৪ ও ২.০৬ সূত্র দুটি থেকে জানা যায় যে জগত ও সত্তা সমব্যাপক নয়। সুতরাং জগত ও সত্তা সম্পর্কে ভিটগেনস্টাইনের বক্তব্যের মধ্যে অসংগতি রয়েছে। অন্যদিকে আবার কোন কোন ব্যাখ্যাকার মনে করেন যে *Tractatus* গ্রন্থে উপরোক্ত বাক্যগুলির মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই। যেমন ভিটগেনস্টাইনের একজন ব্যাখ্যাকার জর্জ পিচার মনে করেন যে, জগত ও সত্তা সম্পর্কে ভিটগেনস্টাইনের বক্তব্যের মধ্যে অসংগতি রয়েছে। তিনি বলেন এই আপাত অসঙ্গতি দূর করার জন্য কোন সুবিধাজনক বা পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তাঁর ভাষায়:

"The sum total of reality is world'– which implies that the world, too, consists of positive and negative facts. Something is wrong somewhere. I can think of no wholly convincing explanation for this apparent inconsistency".[10]

যাইহোক, তবে পিচার বলেছেন যে, জেমস গ্রিফিন উপরোক্ত আপাত অসঙ্গতি দূর করার চেষ্টা করেছেন। জেমস গ্রিফিন বলেন আমরা যদি *Tractatus* গ্রন্থে উল্লেখিত দুটি বচনকে (১.১৫ এবং ২.০৫) সঠিকভাবে বুঝি তাহলে তাহলে জগত ও সত্তার মধ্যে যে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় তা দূর হবে। *Tractatus* গ্রন্থে উল্লেখিত সেই বচন দুটি হল:

১) ব্যাপারের সমষ্টি নির্ধারণ করে কোনটি ঘটনা আর কোনটি ঘটনা নয় (For the totality of facts determines what is the case and also whatever is not the case)।[11]

২) অস্তিত্বশীল আণবিক ব্যাপারের সমষ্টি নির্ধারণ করে যে কোন কোন আণবিক ব্যাপার অস্তিত্বশীল নয় (The totality of existing states of affairs also determines which states of affairs does not exist)।[12]

---

[৯] *Ibid*, 2.063

[১০] G. Pitcher, *The Philosophy of Wittgenstein*, p. 48

[১১] L. Wittgenstein, *Tractatus-Logico-Philosophicus*. Trans. by Pears & McGuinnes, 1.12

[১২] *Ibid*, 2.05

উক্ত দুটি বচনের সাহায্যে গ্রিফিন জগত ও সত্তার মধ্যে আপাত অসঙ্গতি সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে আমরা যদি সমস্ত সদর্থক ব্যাপারকে পেয়ে যায় তাহলে একইসঙ্গে নঞর্থক ব্যাপারকেও পেয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের যদি জানা থাকে যে রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি রচনা করেছিলেন তাহলে আমরা এটাও জানতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া পৃথিবীর আর অন্য কোন ব্যক্তি গীতাঞ্জলির রচয়িতা নন। অর্থাৎ কোন বস্তু অপর কোন বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত তা যদি আমরা জানতে পারি তাহলে ঐ বস্তুর সঙ্গে কোন বস্তুর সম্বন্ধ নেই সেটাও জানা যাবে। এই অর্থে বলা যায় যে সদর্থক ব্যাপার ও নঞর্থক ব্যাপার হল পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। তাই গ্রিফিন মনে করেন যে, যখন ভিটগেনস্টাইন বলেন যে সদর্থক ব্যাপার ও নঞর্থক ব্যাপার জগতের অন্তর্ভুক্ত; তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে পারস্পারিক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে বোঝাতে চেয়েছেন এবং একইসঙ্গে জগত ও সত্তা যে সমব্যাপী তা বোঝাতে চেয়েছেন। সদর্থক বা অস্তিত্বশীল ব্যাপারের সমষ্টি = সদর্থক ব্যাপার + নঞর্থক ব্যাপার- এইভাবে যদি সদর্থক ব্যাপার ও নঞর্থক ব্যাপারের মধ্যে পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্যতার সম্পর্ককে বোঝা হয়, তাহলে জগতকে 'সত্তার সমষ্টিরূপে' বর্ণনা করা এবং 'সদর্থক ও নঞর্থক ব্যাপারের সমষ্টিরূপে' সত্তাকে বর্ণনা করার মধ্যে কোনো অসঙ্গতি বা বিরোধ থাকে না। সুতরাং জগত ও সত্তা পৃথক কিছু নয়, বরং দুটিই সমান।

আবার অন্যদিকে এই আপাত অসঙ্গতি পরিহার করতে গিয়ে আর. জে. ফগলিন (R.J. Fogelin) বলেছেন যে, সত্তার কাঠামো জগতের কাঠামোর সাথে সম্বন্ধযুক্ত।[13] তিনি বলেন আমরা জানি যে, ভিটগেনস্টাইনের মতে জগতের প্রত্যেকটি বস্তু অবশ্যই আণবিক ব্যাপারের মধ্যে অন্তর্নিহিত (every object must occur in state of affairs)। কেননা, বস্তুগুলি একে অপরের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে আণবিক ব্যাপার গঠন করে। তাই সমস্ত আণবিক ব্যাপারকে পাওয়া গেলে সমস্ত বস্তুকেও পাওয়া যাবে। একটি আণবিক ব্যাপারে বস্তুগুলি তাদের প্রকৃতি (by nature), গঠনগত ধর্ম (by form), এবং অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য (internal properties) অনুযায়ী একে অপরের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। অর্থাৎ স্বরূপগত ধর্মানুযায়ী বস্তুগুলি একে অপরের সাথে সম্বন্ধযুক্ত না হয়ে পারে না। কারণ বস্তুগুলি স্বগতভাবে সংগঠিত (intrinsically structural)। বস্তুগুলি স্বগতভাবে সংগঠিত হওয়ায় একটি বস্তুকে কখনোই তার সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি (possible occurrence) থেকে পৃথক করা যায় না। তাই বস্তুগুলি একে অপরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে বস্তুগুলির সমন্বয়ের বিভিন্ন সম্ভাবনা তৈরি হয়। এবং সেই সম্ভাব্য সমন্বয়ের মধ্যে যেগুলি বাস্তবায়িত হয়, সেগুলিকে বলা হয় অস্তিত্বশীল আণবিক ব্যাপার এবং যেগুলি বাস্তবায়িত হয় না সেগুলিকে বলা হয় অনস্তিত্বশীল আণবিক ব্যাপার। তাই বলা যায় যে, যদি সমস্ত বস্তুকে পাওয়া যায় তাহলে সমস্ত আণবিক ব্যাপারগুলোকেও পাওয়া যাবে (if all objects are given, then at the same time all possible states of affairs are also given)। অন্যভাবে বললে বস্তুগুলির বাস্তব সমন্বয়কে পাওয়া গেলে বস্তুগুলির অবাস্তব সমন্বয়কেও পাওয়া যাবে। এই জন্যই ফগলিন বলেছেন যে জগত সত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (implicated)। বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে যদি জগত ও সত্তাকে দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে জগতে কাঠামোর সাথে সত্তার কাঠামোর মিল রয়েছে। কাঠামোগত দিক থেকে জগত ও সত্তার মধ্যে মিল থাকায় জগত ও সত্তা সম্বন্ধে ভিটগেনস্টাইনের বক্তব্যের মধ্যে অসংগতি আছে- এ কথা বলা যায় না।

---

[১৩] R. J. Fogelin, *Wittgenstein* (2nd ed.), p. 13

অধ্যাপক Gerard Casey গ্রিফিন ও ফগলিনকে অনুসরণ করে বলেন *Tractatus* গ্রন্থে উল্লেখিত ২.০৪, ২.০৬ এবং ২.০৬৩ তিনটি বচনের মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই। তিনি বলেন ভিটগেনস্টাইন 'sum total of reality' বলতে 'whole of reality' কে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে জগত এবং 'whole of reality'-এর মধ্যে সম্বন্ধকে বুঝতে হবে। তিনি বলেন ভিটগেনস্টাইন 'জগত' বলতে 'whole of reality'-কে বুঝিয়েছেন, সত্তাকে নয়। তাই Casey মনে করেন ভিটগেনস্টাইনের মতে 'whole of reality' এবং সত্তা এক নয়। অন্যভাবে বললে জগত ও সত্তার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। তিনি বলেন এই জগত হল পরিবর্তনশীল। কারণ তাঁর মতে কোন এক বিশেষ সময়ে যে অস্তিত্বশীল আণবিক ব্যাপারগুলি জগতে থাকে, পরবর্তী সময়ে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ঠিক তার পরেই অন্য আণবিক ব্যাপারগুলি অস্তিত্বশীল হয়। অর্থাৎ আণবিক ব্যাপারগুলোর অস্তিত্ব স্থায়ী নয়। সুতরাং জগত পরিবর্তনশীল। কিন্তু অপরদিকে সত্তার কোন পরিবর্তন হয় না। সুতরাং জগত ও সত্তা এক নয়। Casey-এর মতে কোনো এক বিশেষ সময়ে যে অস্তিত্বশীল ঘটনাগুলি সত্তাকে তৈরি করে সেই বিশেষ সময়ে তৈরি সত্তাই হল 'whole of reality'।[14] অর্থাৎ তিনি কোনো বিশেষ সময়ের সত্তাকে 'whole of reality' বলেছেন। আর এই 'whole of reality' হল জগত। সুতরাং জগত ও 'whole of reality' এক। তাই Casey মনে করেন ভিটগেনস্টাইনের 'sum total of reality'-কে জগত বলার মধ্যে কোন অসংগতি নেই।

উপসংহারে বলা যায় যে, ভিটগেনস্টাইন একজন বিশ্লেষণী দার্শনিক তথা ভাষা দার্শনিক হিসাবে ভাষা ও জগতের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের দ্বারা জগত সম্পর্কিত দার্শনিক সমস্যাগুলির সমাধানের প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই কারণে তিনি জগত ও ভাষা উভয়েরই স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন। জগতের স্বরূপ সম্পর্কিত ভিটগেনস্টাইনের উপরোক্ত অভিমত পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, তিনি জগতের যে যৌক্তিক কাঠামোটি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তা হল নিম্নরূপ:

জগত
।
ব্যাপার(যৌগিক)
।
আণবিক ব্যাপার
।
বস্তু

তবে দেখা যায় যে, ভিটগেনস্টাইন আণবিক ব্যাপারের সাহায্যেই জগতের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে সত্তারও স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে জগত হল অস্তিত্বশীল আণবিক ব্যাপারের সমষ্টি এবং সত্তা হল অস্তিত্বশীল আণবিক ব্যাপার ও অনস্তিত্বশীল আণবিক ব্যাপারের সমষ্টি। অর্থাৎ জগত ও সত্তা সমমান নয়, জগত সত্তার থেকে কম ব্যাপক। কিন্তু ভিটগেনস্টাইন যখন জগত ও সত্তার সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে জগত হল সত্তার সমষ্টি, তখনই জগতের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে অসংগতি পরিলক্ষিত হয়। কেননা তিনি প্রথম পর্যায়ে বলেন যে জগত হল অস্তিত্বশীল আণবিক ব্যাপারের সমষ্টি এবং

[১৪] G. Casey, "Wittgenstein: World, Reality, States of Affairs" in Philosophical Studies (1991), p. 2

পরবর্তী পর্যায়ে বলেন যে জগত হল সত্তার সমষ্টি। এখন প্রশ্ন হল জগতের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে ভিটগেনস্টাইনের অভিমত কি সত্যিই অসংগতিপূর্ণ? এর উত্তরে আমরা বলতে পারি যে, জগত ও সত্তার মধ্যে সম্বন্ধ বিষয়ে ভিটগেনস্টাইনের উপরোক্ত ব্যাখ্যাকারগণ জেমস গ্রিফিন, ফগলিন ও Casey প্রমুখদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে জগতের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে ভিটগেনস্টাইনের বক্তব্যের মধ্যে অসংগতি নেই।

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography):

১. Anscombe, G. E. M. *An Introduction to Wittgenstein's Tractatus* (2nd ed.). Harper & Row Publishers, New York, 1965.

২. Black, Max. *A Companion to Wittgenstein's Tractatus*. Cambridge University Press, Cambridge, 1971.

৩. Fogelin, Robert J. *Wittgenstein* (2nd ed.). Routledge & Kegan Paul Ltd., London, 1987.

৪. Grayling, A. C. *Wittgenstein: A Very Short Introduction*. Oxford University Press, New York, 1988.

৫. Griffin, James. *Wittgenstein Logical Atomism*. Oxford University Press, Oxford, 1964.

৬. Hacker, P. M. S. *Insight and Illusion* (Revised edtition). Cleardon Press, Oxford, 1986.

৭. Kenny, Anthony. *Wittgenstein*. Penguin Press, London, 1973.

৮. Martinich, A. P. (ed.), *The Philosophy of Language*. Oxford University Press, New York, 1985.

৯. McGinn, Marie. *Elucidating the Tractatus*. Oxford University Press, New York, 2006.

১০. Pandey, K. C. *Religious Belief, Superstitions and Wittgenstein*. Readworthy Publications, New Delhi, 2009.

১১. Pitcher, George. *The philosophy of Wittgenstein*. Prentice-Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi, 1972.

১২. Pradhan, R. C. *The Great Mirror an Essay on Wittgenstein's Tractatus*. Kalki Publications, New Delhi, 2007.

১৩. Wittgenstein, Ludwig. *Tractatus-Logico-Philosophicus*. Trans. by Ogden. Kegan Paul, London, 1992.

১৪. Wittgenstein, Ludwig. *Tractatus-Logico-Philosophicus*. Trans. by Pears & McGuinnes. Kegan Paul, London, 1992.

১৫. সরকার, প্রহ্লাদ কুমার, (সম্পাদিত). ভিটগেনস্টাইনের দর্শন. দর্শন ও সমাজ ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৯৯০.

১৬. সরকার, তুষার কান্তি, মৈত্র, শেফালী, এবং সান্যাল, ইন্দ্রাণী, (সম্পাদিত). হ্বিটগেনস্টাইন: জগত, ভাষা ও চিন্তন. এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৮.

১৭. সরকার, প্রিয়ম্বদা. *উত্তর-পর্বের ভিটগেন্স্টাইন.* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০০৭.